পরিবেশিত

মুসলিম বোনদের প্রতি একটি বার্তা

মুসলিম বোনদের জন্য উম্মে আনাসের চিঠি

পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি

সকল প্রশংসা সর্বশক্তিমান আল্লাহর এবং শান্তি ও অনুগ্রহ বর্ষিত হোক সর্বশ্রেষ্ঠ নবী, আমাদের পথ নির্দেশক মুহাম্মদ (সঃ) এবং তাঁর পরিবার ও সাহাবীদের উপর এবং যারা তাঁর দেখানো পথ অনুসরণ করে চলে শেষ দিবস পর্যন্ত তাঁদের প্রতি।

আল্লাহর শান্তি ও ক্ষমা বর্ষিত হোক আমার সেই সকল মুসলিম বোনদের প্রতি যাদের অন্তরসমূহ আল্লাহ (সুবঃ) দ্বীনের প্রতি অনুরক্ত আত্মসমর্পনকারী এবং আল্লাহর (সুবঃ) দুনিয়ায় আল্লাহর দ্বীনকে প্রতিষ্ঠিত দেখতে ব্যাকুল, আমার সেই সকল মুসলিম বোনদের প্রতি যাদের অন্তর আজ ব্যথিত হয়ে আছে আল্লাহর দ্বীনের অবমাননা, অপপ্রচার, অপব্যবহার সহ্য করে।

আল্লাহর ইচ্ছায় পৃথিবীর বিভিন্ন জায়গায় আল্লাহ (সুবঃ) আমাদের প্রিয় কিছু ভাইদেরকে অনুগৃহিত করেছেন বিশেষ সম্মান ও মর্যাদা দানের মাধ্যমে। যারা তাঁর পথে জিহাদ করে দ্বীনকে সাহায্য করেছেন এবং তাঁর বাণীকে উচ্চে তুলে ধরতে নিজেদের জান ও মাল দিয়ে সৌভাগ্যবান হওয়ার তৌফিক লাভ করেছেন, যারা শত পরীক্ষা এবং কঠিন পরিস্থিতির সম্মুখীন হওয়া সত্ত্বেও এই দ্বীনকে সাহায্য করতে ক্লান্তি এবং অলসতা দেখান না এবং সকল পরিস্থিতিতে নিজেদের ঈমানের দৃঢ়তাকে ধরে রাখতে এবং আরও উচ্চ করতে বদ্ধপরিকর।

আমাদের অনেক বোনেরা আল্লাহর দ্বীনকে সাহায্য করার লক্ষ্যে তাদের প্রিয়জন স্বামী, পুত্র এবং ভাইদের কুরবানি করেছেন। যাদের অনেকেই আহত হয়েছেন, শাহাদাতের মর্যাদা লাভ করেছেন। আল্লাহ (সুবঃ) তাঁদের উৎসর্গের বারাকাতে মুসলিম উম্মাহকে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তরে বিজয়ের মুখোমুখি হওয়ার তৌফিক দিয়েছেন।

আল্লাহ (সুবঃ) তাঁর কোরআনে বলেনঃ

"তোমাদের কি এই ধারণা যে, তোমরা জান্নাতে চলে যাবে, অথচ সে লোকদের অবস্থা অতিক্রম করনি যারা তোমাদের পূর্বে অতীত হয়েছে। তাদের উপর এসেছে বিপদ ও কষ্ট।"

আর এমনিভাবে শিহরিত হতে হয়েছে যাতে নবী ও তার প্রতি যারা ঈমান এনেছিল তাদের পর্যন্ত একথা বলতে হয়েছে যে, কখন আসবে আল্লাহর সাহায্য। তোমরা শুনে নাও আল্লাহর সাহায্য একান্ত নিকটবর্তী।

আল্লাহর অশেষ দয়ায় আমাদেরও সুযোগ এসেছে সেই সকল মুজাহিদা, মুহাজিরা এবং বিশ্বাসীদেরকে আমাদের আদর্শ হিসেবে গ্রহন করে, তাদের জীবনের ঘটনাগুলো থেকে উপদেশ ও গভীর জ্ঞানকে আমাদের পাথেয় হিসেবে নিয়ে, আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার কাজে সাহায্য করে আল্লাহর(সুবঃ) সন্তুষ্টি লাভ করার সুবর্ণ সুযোগকে কাজে লাগানোর ।

আল্লাহ (সুবঃ) জীবনের বিভিন্ন ধাপে ধাপে তাঁর প্রিয় বান্দাদেরকে বিভিন্ন সুযোগ দানের মাধ্যমে তাদের মর্যাদাকে উন্নীত করেন এবং তাঁদেরকে জান্নাতের দিকে এগিয়ে নিয়ে যান। আমরা আমাদের ভাই, স্বামী এবং পুত্রদেরকে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ইসলামের সর্বোচ্চ চুড়া, সর্বোচ্চ আমল জিহাদের প্রতি ভালবাসা জাগ্রত করার মাধ্যমে মুসলমানদের ভূমি ও তাদের সম্পদ রক্ষা এবং দখলদারদের থেকে সেগুলো উদ্ধার করতে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে পারি।

ইসলামের শত্রুরা মুসলমানদের ভূমিগুলোতে যেনৃশংসতা ও পাশবিকতা চালিয়েছে এবং এর সম্পদগুলোকে লুণ্ঠন করছে, তার বিরুদ্ধে আমাদের ঘরগুলোতে আমরা নিজেদের মাহরামদেরকে জাগিয়ে তুলতে পারি। আল্লাহর বিধান অনুযায়ী বর্তমান প্রেক্ষাপটে প্রত্যেক মুসলিম পুরুষ ও মহিলার জন্য জিহাদ হচ্ছে ফরজে আইন। কিন্তু মুসলিম মহিলাদের জন্য যুদ্ধ করতে মাহরাম প্রয়োজন। কিন্তু আমাদের দ্বীনের ফরজ দায়িত্ব থেকে বিরত থাকা উচিত নয়।

অতীত দেখলে আমরা দেখতে পাই যে আমাদের অনেক বোন ঘরে থেকেও জিহাদের পূর্ন হক আদায় করেছেন নিজেদের সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করে, স্বামী ও সন্তানদের উৎসর্গ করার মাধ্যমে। এমনি একটি ঘটনাঃ

“সাবেত হইতে বর্নিত তিনি বলেন, যখন সিলাহর স্ত্রী মুয়াযার নিকটে এই সংবাদ আসিল যে, পিতা পুত্রকে অগ্রগামী করিয়া বলিয়াছেন, অগ্রসর হও এবং পূণ্যের আশা কর। সে নিহত হইল অতঃপর পিতা ও নিহত হইলেন তখন মহিলাগন তাহার নিকটে আসিল। তিনি বলিলেন, যদি তোমরা আমার নিকট এই জন্য আসিয়া থাক যে আমাকে আল্লাহ যে সম্মান দান করিয়াছেন উহার জন্য মুবারকবাদ দিবে তা হইলে ভালো কথা অন্যথায় ফিরিয়ে যাইতে পার” (কিতাবুল জিহাদ হাদিস: ১৫৫)

আমরাও আমাদের দায়িত্বগুলোকে বিভিন্ন ভাবে আদায় করতে পারি। আমরা নিজেদেরকে মুজাহিদদের সাহায্য করায় নিয়োজিত রাখতে পারি।

তাদের তথ্য আদান-প্রদানে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা করতে পারি।

তারা আমাদেরকে যে কাজটি করতে বলবে তা পুরোপুরিভাবে আদায় করতে পারি।

তাদের নিরাপত্তার ব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি রাখতে পারি।

তাদেরকে আর্থিক ভাবে সহযোগিতা করতে পারি।

প্রয়োজনীয় সেবা এবং পরামর্শ দিয়ে তাদেরকে সাহায্য করতে পারি।

অনেক বোনকেই লক্ষ্য করা যায় যে তারা ও আল্লাহর দ্বীনকে ভালবাসেন এবং কিছু করতে চান কিন্তু তারা যে উপায়ে তা করার চেষ্টা করেন তা মুলত দ্বীনের কোন উপকারেই আসেনা। আমাদেরকে চিন্তা করতে হবে দ্বীনের উপকারের জন্য কোন কাজটি অগ্রাধিকার পাবে এবং কিভাবে আমরা নিজেদেরকে তাতে নিয়োজিত করতে পারব।

আমাদের নিয়ত রাখতে হবে আল্লাহর দ্বীনের আনসার হওয়ার সামান্য ছোটখাট প্রয়োজন পূরণ বা বড় কোন দায়িত্ব পালনের মাধ্যমে আমরাও পেতে পারি মদিনার আনসারদের মর্যাদা এবং আল্লাহর (সুবঃ) ভালবাসা যারা নির্দ্বিধায় গ্রহণ করেছিলেন মক্কা থেকে হিজরত করে আসা মুহাজির ভাই-বোনদের এবং তাঁদের জন্য ত্যাগ করেছিলেন নিজেদের প্রিয় থেকে প্রিয়তর বস্তুও।

আমাদের ঘরগুলোতে মুসাফির এবং মুহাজিরদের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করার মাধ্যমে তাদের কাজের সুযোগ করে দিতে পারি। তাদের জন্য খাবারের ব্যবস্থা করতে পারি। অসুস্থতায় চিকিৎসার ব্যবস্থা করতে পারি। কোন মুহাজির এবং মুজাহিদের পরিবারকে আশ্রয় দানের মাধ্যমে আনসারের ভূমিকা পালন করতে পারি।

সাধ্যানুযায়ী তাদের প্রয়োজন পূরণ করতে পারি। এক্ষেত্রে হাদিসে বর্ণিত আনসার মুহাজিরদের ঘটনাবলী আমাদের জন্য সহায়ক ভুমিকা রাখবে। আল্লাহর রসুল (সঃ) আনসার ও মুহাজিরদের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেছেন।

আল্লাহ (সুবঃ) কোরআনে বলেন:

“যারা ঈমান এনেছে হিজরত করেছে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করেছে আর যারা তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছে, সাহায্য-সহযোগিতা করেছে তারাই প্রকৃত ঈমানদার তাদের জন্য আছে ক্ষমা আর সম্মানজনক জীবিকা। (সূরা আনফাল-৭৮)

বোনেরা আমার,

নারীদের মূল দায়িত্ব হল তার ঘরে। রাসুলুল্লাহ (সঃ) বলেন ‘নারী তার স্বামীর গৃহের ও সন্তানের দায়িত্বশীল, এজন্য সে আল্লাহর নিকট জিজ্ঞাসিত হবে’ (মুসলিম, মিশকাত ৩৬৮৫)

সন্তান লালন-পালনের সময় মূল দায়িত্ব পালন করতে হয় মাকে। আর প্রথম শিক্ষাও মায়ের কাছ থেকে পেয়ে থাকে। মায়ের দেয়া শিক্ষাই তার উপর বেশি প্রভাব ফেলে। আমাদের সন্তানদের নিকট মুজাহিদদের গুরুত্ব তুলে ধরা আমাদের প্রধান কাজ। তাদের মনে মুজাহিদদের প্রতি ভালবাসা সৃষ্টি করা, তাদের গোপন বিষয় গুলো রক্ষা করা, মুজাহিদদের বিভিন্নভাবে সাহায্য সহযোগিতা করার মানসিকতা তৈরি করা আমাদেরই দায়িত্ব। তাদেরকে সঠিক দ্বীনি শিক্ষা দিয়ে আল্লাহর সৈনিক হিসেবে গড়ে তোলা এবং তাদের সামনে জীবন ও মৃত্যুর উদ্দেশ্য স্পষ্ট করে দেওয়া। আল্লাহর সন্তুষ্টি খোঁজার লক্ষ্যে আল্লাহর দ্বীন প্রতিষ্ঠার জন্য জিহাদের কাজে আত্মনিয়োগ করাই তাদের মূল লক্ষ্য। তাদেরকে বুঝিয়ে দিতে হবে যে, দুনিয়াতে ভাল রোজগার করা সুখ উপভোগ করাই তাদের বেঁচে থাকার উদ্দেশ্য নয় বরং আল্লাহর ইবাদতের মাধ্যমে আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভই মূল উদ্দেশ্য যার সর্বোত্তম মাধ্যম হল আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা। নিজেদের শক্তি ও সময়কে আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় এবং সর্বোচ্চ ব্যবহার করে বিজয় অথবা শাহাদাত লাভ করেন।

বোনেরা, আমরা সকলেই জানি স্ত্রীদের দ্বারা স্বামীরা অনেকাংশেই প্রভাবিত। স্ত্রী-সন্তানদের প্রয়োজন পূরণ এবং তাদের আত্মসন্তুষ্টির জন্য নাজানি স্বামীরা কত কাঠ খড় পোহায়। অথচ স্ত্রীদের সামান্য আত্মত্যাগ সুযোগ করে দিতে পারে তাদের স্বামীদের শক্তি, শ্রম ও সময়কে আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করার যা কিনা আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের সর্বোত্তম উপায়। যা আমাদেরকে দিতে পারে একজন আত্মমর্যাদাশীল মুজাহিদ স্বামীর স্ত্রী হওয়ার সৌভাগ্য, একজন মুজাহিদার সম্মান। যার অবর্তমানে আমাদের সন্তানেরা তাদের অন্তরে লালন করতে পারে একজন মুজাহিদ পিতার আদর্শ যিনি দুনিয়ার কোন লাভের আশায় নয় বরং আল্লাহর দ্বীনকে উঁচু করার জন্য এবং তার সন্তানদেরকে, ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে মুসলিম হিসেবে মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকার পথ করে দিতে নিজের সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার করে গিয়েছেন।

একবার চিন্তা করুন এটা কি কোন ধন সম্পদের মাধ্যমে পাওয়া সম্ভব? আমরা যদি লক্ষ্য করি পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তরে মুজাহিদদের সাফল্যের ঘটনাগুলো তাহলে আমরা লক্ষ্য করব যে, এর পিছনে আমাদের বোনদের বিশাল আত্মত্যাগ রয়েছে। কারন তারা যদি নিজেদের স্বামী, সন্তান, ভাইদের আল্লাহর

রাস্তায় বের হতে না দিতেন, নিজের হক আদায় এবং প্রয়োজন পুরণে তাদেরকে ঘরে আটকে রাখতেন, তাহলে কিভাবে ভাইয়েরা বের হতেন দুনিয়ার সব পিছুটান পিছনে ফেলে? যদিও এর ফলে অনেক সময়ই বোনদের জীবন ধারণ করতে অনেক কষ্ট হচ্ছে এবং তাদের স্বামী-সন্তান ও পিতা-ভাইদের হারাচ্ছে। কিন্তু তারপরও আল্লাহর ইচ্ছায় বোনেরা অসীম ধৈর্য্য, অবিচলতা, সাহসিকতা এবং সংযমের সহিত দুনিয়াকে পরিত্যাগ করে এবং আখিরাতকে ভালবেসে দৃঢ় রয়েছেন।

সময় এসেছে আপনার, আমারও আল্লাহর দ্বীনের জন্য কিছু করে নিজেদের আখিরাতকে গুছিয়ে নেওয়ার, আল্লাহর সন্তুষ্টি খোঁজার। এক্ষেত্রে আমাদেরকে উৎসাহ যোগাতে পারে উম্মু ইবরাহিমের বিখ্যাত কাহিনী:

মুজাহিদ কমান্ডার আব্দুল ওয়াহিদ বিন যায়িদ আল-বাসরি (রহ) জিহাদে উদ্বুদ্ধ করে একটি ভাষণ দিলেন। শ্রোতাদের মাঝে উম্মু ইবরাহিম উপস্থিত ছিলেন। আব্দুল ওয়াহিদ জান্নাতের অপরুপ কুমারী রমণী হুরদের নিয়ে আলোচনা করলেন। হুরদের বর্ণনা শুনে উম্মু ইবরাহিম (রহ) দাঁড়িয়ে গেলেন এবং আব্দুল ওয়াহিদকে বললেন আপনি আমার ছেলে ইবরাহিমকে চেনেন ও জানেন যে, বসরার গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ তাদের একটি কন্যাকে তার সাথে বিয়ে দিতে আশা করে কিন্তু আমি তাদের প্রস্তাবের ব্যাপারে একমত হতে পারিনি। কিন্তু আপনার বর্ণিত মেয়েটিকে আমার পছন্দ হয়েছে, আমি তার সাথে আমার পুত্রের বিবাহ দিতে পারলে খুশি হব। আপনি কি দয়া করে আমাকে আর একবার তার বর্ণনা দিবেন?

আব্দুল ওয়াহিদ বিন (রহ) তখন পুনরায় হুরের বর্ণনা দিলেন, উম্মু ইবরাহিম বললেন আমি আমার ছেলেকে এই মেয়ের সাথে বিয়ে দিতে চাই এবং তার জন্য মোহরানা বাবদ তোমাকে ১০, ০০০ (দশ হাজার) দিরহাম দিচ্ছি, তুমি আমার ছেলেকে তোমার সাথে এই সৈন্যবাহিনীতে নিয়ে যাও যাতে সে একজন শহীদ হিসেবে নিহত হতে পারে এবং আমার জন্য শেষ বিচারের দিনে সুপারিশ করতে পারে।

ছেলে যুদ্ধে যাওয়ার সময় বিদায় বেলা তার কপালে চুমু দিয়ে বললেন আল্লাহ যেন আমাদেরকে শেষ বিচারের দিন ব্যতীত একত্রিত না করেন।

আমাদেরকে ভুলে গেলে চলবে না যে সন্তানদের ব্যাপারে আমরা দায়িত্বশীল, আমাদেরকে জবাবদিহি করতে হবে।

একবার চিন্তা করুন, আমাদের কিছু ধৈর্য্য, দুনিয়াবিমুখতা, ত্যাগ, সংযমশীলতা, সাহসিকতা যদি আমাদের স্বামী সন্তানদের জিহাদ প্রতি উৎসাহ উদ্দীপনা এবং মনোবল সৃষ্টি করে তবে যে প্রতিদান তারা পাবেন একই প্রতিদান আমরাও পাব। আমরাও ঘরে থেকেই আল্লাহর রাস্তায় জিহাদে অংশগ্রহণ করার প্রতিদান পাব যা কিনা সর্বোচ্চ আমল। নিশ্চই আল্লাহ (সুব) যাকে পছন্দ করেন তাকেই এই সুযোগ দিয়ে থাকেন। আমাদের উচিত নিজেদের সুযোগের সদ্ব্যবহার করে আল্লাহর সন্তুষ্টি খোঁজা।

আল্লাহ (সুব) পুরুষদেরকে নিয়োজিত করেছেন নারীদের ইজ্জত প্রহরী হিসেবে কিন্তু আজ মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তরে বোনেরা শিকার হচ্ছেন চরম সম্মানহানী, পাশবিকতা এবং অকথ্য নির্যাতনের।

বোনেরা আমার, একবার নিজেদেরকে এই সকল বোনদের অবস্থায় চিন্তা করুন। এভাবেই যদি চলতে থাকে তবে সেই সময় কি খুব বেশি দূরে যে আমরা যারা এখনও আল্লাহর অশেষ কৃপায় ভালআছি আমাদেরকেও একই অবস্থার শিকার হতে হবে না? আমরা আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাই। আমাদের উচিত আল্লাহর দয়ায় সেই দিনের আগেই আমাদের প্রহরীদের জাগিয়ে তোলা। তাদের মাঝে আমাদের মুসলিম ভাই- বোনদের উপর নির্যাতন কারীদের উপযুক্ত জবাব দেওয়ার জন্য মনোবল সৃষ্টি করা এবং সর্বোপরি

আল্লাহর (সুব) নিকট প্রার্থনা করা যিনি আমাদের বিজয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়ে আমাদের অন্তরকে নিশ্চিত করেছেন।

আল্লাহ (সুব) বলেন,

“যারা ঈমানদার তারা জিহাদ করে আল্লাহর রাহে পক্ষান্তরে যারা কাফের তারা লড়াই করে শয়তানের পক্ষে। সুতরাং তোমরা জিহাদ করতে থাক শয়তানের পক্ষালম্বনকারীদের বিরুদ্ধে (দেখবে) শয়তানের চক্রান্ত একান্তই দুর্বল।”

সর্বোপরি আমরা আল্লাহরই নিকট প্রার্থনা করি ধৈর্য্য, সাহসিকতা ও দৃঢ়তার সাথে নিশ্চয় আল্লাহর সাহায্য আমাদের একান্ত নিকটে।

সকল প্রশংসা আল্লাহর (সুবঃ)। সালাম ও শান্তি বর্ষিত হোক আল্লাহর রাসূল (সঃ), তার পরিবার ও সাহাবী বর্গের উপর।

উম্মে আনাস

২৫ যিলক্বদ, ১৪৩৬ হিজরী